মেধাবী শিক্ষার্থীরা আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। আবাসিক ছাত্র হিসেবে দীর্ঘ একটা সময় অনেকেরই কাটে ক্যাম্পাসে। এমন কিছু ছাত্রের বিনোদন ভাবনা নিয়ে লিখেছেন

শামস আরেফিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনোদন ভাবনা

বৈচিত্র্যে খুঁজি বিনোদন

রাবেয়া আরেফিন তন্বী
চতুর্থ বর্ষ, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

বিনোদন বা আনন্দ পাওয়ার উৎস একেকজনের একেক রকম। হয়তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই উৎস বদলে যেতে থাকে। এই যেমন আমার ছোটবেলায় খেলাধুলা করতে ভালো লাগত, কার্টুন দেখতে ভালো লাগত। গ্রামে বড় হয়েছি আমি। তাই বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর মতো আনন্দ আর কোনো কিছুতে খুঁজে পেতাম না। বর্ষায় নৌকা ভ্রমণ ছিল আমার খুব প্রিয় বিনোদন। মনে হতো দূরের ওই শাপলাগুলো আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এরপর একটু বড় হওয়ার পর বইপড়ার নেশা ধরে যায়। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এদের লেখা আমার অসম্ভব প্রিয়। অনুবাদ বই পড়তেও পছন্দ করি। ড্যান ব্রাউনের 'দ্য ভিঞ্চি কোড' কিংবা উইলবার স্মিথের 'রিভার গড' বইগুলো এখনো বারবার পড়ি। ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর একদল ভালো বন্ধু-বান্ধব পেয়েছি। এদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া, সময় কাটানো, দল বেঁধে ঘুরতে যাওয়া– এসবের মাঝে অন্যরকম এক আনন্দ। এই বন্ধুরা আছে বলেই টিকে আছি, জীবনটা এখনো পানসে হয়ে যায়নি। সবাই মিলে টিএসসি, কার্জন হল কিংবা নিউ মার্কেটে ঘোরার মজাই আলাদা। এছাড়া ফেসবুকে চ্যাট করা, ছবি শেয়ার করা এসবও ভালো লাগে। ভালো লাগে বৃষ্টিতে ভিজতে, রান্না করতে, শপিং করতে। মোট কথা বিনোদন বা আনন্দের জন্য আমি নির্দিষ্ট কোনো কিছু নিয়ে পড়ে থাকি না। সামনে যা পাই তা থেকেই বিনোদন খুঁজে নিতে চেষ্টা করি। জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত আলাদা, একবার গেলে আর ফেরত আসে না। তাই মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে চেষ্টা করি। এতেই আমার আনন্দ, এটাই আমার জীবন, এটাই আমার বিনোদন।

প্রযুক্তিনির্ভর আনন্দ!

সাদ্দাম হোসেন
চতুর্থ বর্ষ, ইংরেজি
ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ছোটবেলায় বিনোদন বলতে বুঝতাম শুধু খেলাধুলা। আমার ছোটবেলা কেটেছে গ্রামে। স্কুল পালিয়ে খেলতে এক ধরনের আনন্দ পেতাম। কারো বকাবকি কানে তুলতাম না। আমি চলতাম আমার মতো। একদিন স্কুল পালিয়ে ধরা পড়ি বাবার কাছে। কই যাই আর! বাবা কি আর আমাকে ছাড়েন। ইচ্ছেমতো ধোলাই খাওয়ার পরও আমি আমার বিনোদনের মাধ্যম খেলা ছাড়তে নারাজ। বলা যায় দাদুর সমর্থন যদি না থাকত, হয়তো তখন ততটা স্বাধীনতা পেতাম না। অবশেষে কলেজ পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। তখন তেমন সময় পেতাম না খেলাধুলা করার। এখন আমি মুক্ত কিন্তু চাইলেও আগের মতো খেলতে পারি না। অবাক হওয়ার বিষয়, আমি খেলাধুলাটাই ভুলে গেছি। আর এখন বিনোদনের মাধ্যম

অবসর সময় বলতে বুঝি ল্যাপটপ নিয়ে মুভি দেখতে বসা। এ অভ্যাসের সঙ্গে আমার জীবনে বাস্তবতা মিশে গেছে। কত পরিবর্তন হয়েছে আমার! হারানো দিনগুলো খুঁজে পেতে চাই। মাঝে মাঝে আইনস্টাইনের একটা কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'এক সময় মানুষ টেকনোলজিক্যাল স্টুপিড হয়ে পড়বে। মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের বদলে তারা টেকনোলজিক্যাল ডিভাইস ব্যবহার করে আনন্দ পাবে।' আমার বেলায় মনে হয় তা কিছুটা হলেও সত্য। কারণ কখনো ফেসবুক, কখনো মুভি, কখনো মোবাইলে অডিও গান শুনে যতটা সময় ব্যয় করি, তার সামান্য ভাগ বন্ধুদের দেই না।

ক্যাম্পাস মানেই বিনোদন

ওয়াজেদ চৌধুরী
তৃতীয় বর্ষ, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য

হাওর অঞ্চলের ময়মনসিংহে আমার জন্ম। ছোটবেলায় বিনোদন বলতে বুঝতাম নৌকায় চড়ে নানাবাড়ির হাওরে ঘুরে বেড়ানো। ফুফুর বকাঝকা শোনার পরেও নিজের বাল্যকালের অবাধ্যতায় অটল থাকি। বন্ধুদের সঙ্গে যখন থাকতাম, তখন তো আড্ডা। আবার যখন একা থাকতাম তখন আমার বই পড়তে ভালো লাগত। বই আমি এখনো পড়ি। একমাত্র এই অভ্যাসটাই আমি এখনো ছাড়তে পারিনি। আর এই বইপড়া বিনোদনটা আমার জীবনে অনেক কিছু ঘটিয়ে দিয়েছে। বই পড়ে যেমন অনেকের বন্ধু হতে পেরেছি, আবার অনেকের সঙ্গে আমার খুনসুটির মতো সম্পর্ক হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনোদন বলতে বুঝি বন্ধুদের সঙ্গে হলে রাতযাপন। এ এক অন্য ধরনের আনন্দ। হলে যখন থাকি তখন আমার নিজেকে অনেকটা স্বাধীন মনে হয়। সত্যিকারার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকা একটা বড় ধরনের বিনোদন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস মানেই বিনোদন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে আড্ডা, টিএসসিতে বসে বন্ধুদের সঙ্গে টোয়েন্টি নাইন খেলা। এ এক অসাধারণ আনন্দ।

আমি বড় হই অনেকটা আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে। আমার তেমন স্বাধীনতা ছিল না। ঢাকা সিটি কলেজে পড়তে এসে প্রথম সত্যিকারার্থে স্বাধীনতা উপভোগ করি। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। ভর্তি হওয়ার পর নিয়মিত ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার যে মজা, তা উপভোগ্য। স্বাধীনতা মানে মুক্তবিহঙ্গের মতো ওড়া। তাই বলব অন্তত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা যেন সবাই করে। কার না মন চায় সবুজ দেখে মন জুড়াতে। আর আমার মতো খেলাধুলার এত বড় উন্মুক্ত মাঠ পেতে, যাতে অন্তত খেলাধুলা না করলেও মনের আনন্দে হেঁটে বেড়ানো যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার প্রথম বছর আমি বাসা থেকে ক্লাস করতে যেতাম। বাসা ছিল ফার্মগেটে; কিন্তু দুবছরের মাথায় হলে উঠি। এক ধরনের স্বাধীন জীবন উপভোগ করার সুযোগ তৈরি হয়। তাই হলে থাকা যেমন আমার বিনোদন, তেমনি মাঠে খেলাধুলায় ব্যস্ত হওয়া, সেই সঙ্গে বড় পর্দায় খেলা দেখা বর্তমানে আমার অন্যতম বিনোদন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য মাঝে মাঝে যে মুভি দেখি না তা নয়। বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে টিএসসিতে বিভিন্ন উপলক্ষে মুভি দেখার আনন্দ অন্যরকম।

দল বেঁধে মুভি দেখি

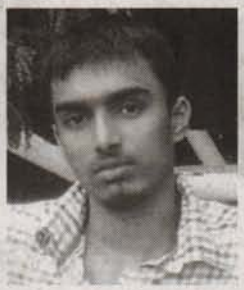

হারুন অর রশীদ
তৃতীয় বর্ষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

বন্ধুদের সঙ্গে ক্লাস করাও বিনোদন

শারমিন আক্তার সুমি
চতুর্থ বর্ষ, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ

আমার বিনোদনের মাধ্যম আবৃত্তি, মুভি দেখা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া আর স্কুল বা কলেজ জীবনের বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো। আমি তেমন মনোযোগী ছাত্রী ছিলাম সবসময় এমনটা নয়। মেধাটা ভালোই ছিল। তাই অল্প পড়ায় পরীক্ষায় মোটামুটি রেজাল্ট আসত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ে অর্থনীতিতে পড়া ছিল আমার স্বপ্ন, কিন্তু অর্থনীতিতে না পড়ে ভর্তি হলাম উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে। এ বিভাগে আমার বন্ধুদের সঙ্গে ক্লাস করাটাও এক ধরনের বিনোদন। আমাদের ক্লাসে মাত্র ৩১ জন ছাত্রছাত্রী। তাই সবাই সবাইকে চেনে। যে কারো সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে, খুব সহজে চুটিয়ে আড্ডা দেয়া যায়। আড্ডা দেয়ার মতো বিনোদন আমি আর কোথাও পাই না। আর পরীক্ষার আগে যারা একটু গণিত কম বোঝে, তাদের নিয়ে ম্যাথ বোঝানোর সময়টা আরেকটা বিনোদন। বন্ধুরা একসঙ্গে পড়ি। একসঙ্গে ম্যাথ সলভ করি, তারপর একে অপরের সঙ্গে রসিকতায় মেতে উঠি। বিশেষ করে, মামার দোকানে একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে যাওয়াটা তো আরো উপভোগ্য। আমার কলেজ জীবনে যতটা বিনোদন পেয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তার চেয়ে বেশি পাচ্ছি। বন্ধুরা জানে আমি আবৃত্তি পারি। তাই প্রতিবার নবীন বরণে আবৃত্তির জন্য জোর করে বন্ধুদের কাছ থেকে মুভি কালেক্ট করে একটা দিন মুভি দেখে কাটিয়ে দেয়ার মতো বিনোদনও ভুলতে পারি না। আবার ফেসবুকে বারবার প্রোফাইল ফিকশ্চার পাল্টানো, এও বলা যায় আমার অন্যরকম বিনোদন। ■